তারিখ ... 29.7.83 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 3 ...

ইত্তেফাক

C06

বছরের মাঝামাঝি সিলেবাস পরিবর্তনে শিক্ষার্থীদের অসুবিধা

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

শিক্ষা বৎসরের ৬ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পাল্টাইয়া এক ধারার পরিবর্তে দুই ধারার পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের ফলে নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকার কয়েকটি প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করিলে তাঁহারা জানান, নূতন সিলেবাস এখনও তাঁহাদের কাছে অস্পষ্ট। নূতন পাঠ্যক্রম ঘোষিত হওয়ায় শিক্ষা বৎসরের ৬ মাস চলিয়া যাওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীদের এখন যেকোন একটি বিভাগ বাছিয়া নিতে হইবে।

স্কুলগুলিতে গতকাল পর্যন্ত নূতন সিলেবাস সংক্রান্ত কোন নির্দেশ বোর্ড কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পৌঁছায় নাই। পত্রিকার খবর

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ

শিক্ষার্থীদের অসুবিধা

(১ম পৃঃ পর)

হইতে স্কুল কর্তৃপক্ষ সিলেবাস তৈরী করিয়া নিয়াছেন। কোন কোন স্কুল সিলেবাস হিসাবে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত এ সংক্রান্ত খবরের 'কাটিং' রাখিয়াছেন মাত্র।

নূতন সিলেবাসের বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ করিয়া শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ জানান, নূতন সিলেবাসে বিজ্ঞান ও কলা দুইটি বিভাগ রাখা হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞান বিভাগের একজন ছাত্র এখন নৈর্বাচনিক গণিত না পড়িয়াও বিজ্ঞান পড়িতে পারিবে। নৈর্বাচনিক গণিত বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষার্থীদের অসুবিধা

(৮ম পৃঃ পর)

আবশ্যিক না রাখিলে তাহাদের পদার্থ বিজ্ঞানসহ অন্য বিষয়ের শিক্ষা অপূর্ণাঙ্গ থাকিবে। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের ৪টি বিজ্ঞান বিষয়ে ২০০ নম্বর রাখা হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ের সিলেবাস পূর্বের বৎসরগুলির মতই রহিয়া গিয়াছে।

চলতি শিক্ষাবর্ষের প্রথম ৬ মাসে সমন্বিত এক ধারার পাঠ্যক্রম অনুযায়ী সকল ছাত্র-ছাত্রীকেই উপরোক্ত বিজ্ঞান বিষয় পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু এখন যাহারা কলা বিভাগে পড়িবে তাহাদের জন্য গত ৬ মাস ধরিয়া পঠিত বিজ্ঞান বিষয়টি কোনই কাজে লাগিবে না।

শিক্ষকগণ আশংকা করেন, যেহেতু এতদিন সকল ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান বিষয়ে পড়িয়াছে এখন তাহাদের সকলেই বিজ্ঞান বিভাগে পড়িতে আগ্রহী হইতে পারে। নূতন পাঠ্যক্রমে 'অতিরিক্ত ঐচ্ছিক' বিষয়ে ১০০ নম্বর রাখা হইয়াছে, কিন্তু এই নম্বর ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত হইবে না। ফলাফলে নম্বর যুক্ত হইবে না, এমন বিষয় পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত রাখার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া শিক্ষকরা মনে করেন। বৎসরের মাঝখানে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার এ সকল সমস্যা অতিক্রম করা কঠিন হইবে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা। তাঁহারা আরও জানান, নূতন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী প্রশ্নপত্রে কিভাবে মান বণ্টন করা হইবে সে সম্পর্কে কোন নির্দেশও বোর্ড কর্তৃপক্ষ স্কুলগুলিতে পাঠায় নাই। ফলে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরী করিতে অসুবিধা হইতেছে।

উপরোক্ত সমস্যাবলী সম্পর্কে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হইলে তিনি জানান, নূতন সিলেবাস সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জাতীয় কারিকুলাম কমিটি কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এখানে বোর্ড কর্তৃপক্ষের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। ইতিমধ্যেই নূতন পাঠ্যসূচী ডাকযোগে স্কুলগুলিতে প্রেরণ করা হইয়াছে।

এই নূতন দুই ধারার পাঠ্যক্রম শুধু ১৯৮৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত হইয়াছে। এই পাঠ্যক্রমের সুবিধা-অসুবিধা এবং সমস্যা বিবেচনা করিয়া পরবর্তী বৎসরগুলির জন্য পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হইবে। নৈর্বাচনিক গণিত বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবশ্যিক না হইলেও তাহাদের নিজেদের প্রয়োজনেই এ বিষয় গ্রহণ করা প্রয়োজন বলিয়া তিনি অভিমত প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে এস এসসি পরীক্ষার্থীরা মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও শিল্পকলা—এই ৬টি বিভাগের যে কোন একটি বিভাগে পরীক্ষা দিতে পারিত। ১৯৮৫ সালের শিক্ষার্থীদের প্রথমে এই ৬টি বিভাগের পরিবর্তে সমন্বিত এক ধারার পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই পাঠ্যক্রমে ২০০ নম্বরের বিজ্ঞান সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য আবশ্যিক ছিল। কিন্তু দেশের সকল বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদানের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় গত ৬ই জুলাই নূতন দুই ধারার পাঠ্যক্রম ঘোষণা করা হয়, যাহাতে কলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান বিষয় পড়িতে হইবে না।